মাতৃবন্দনা

সত্যিকারের মাকে

আরণ্যক বসু

প্রতিদিন স্পর্ধা এসে রক্তচোখ দেখিয়ে যায়।
তবু, প্রতিদিন বৃষ্টির স্নিগ্ধতা যেন জয়রামবাটীর
আকাশ হয়ে নেমে আসে।

আমাদের বারো মাসে কত পার্বণ!
আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণতি, আমাদের অনিবার্য ইচ্ছা,
হাতছানি দিয়ে ডাকে মায়ের আঁচলের কাছে;
দুমুঠো চির-প্রণম্য অন্নের আশ্বাস ঘিরে।

তীর্থ ও তেপান্তরের পথে পথে যে-আহ্বান,
রিক্ততা ও পূর্ণতায় প্রতিদিনের যে-বেঁচে থাকা,
নীল দিগন্তে যে-প্রথম আলোর আগমনী,
সেখানেই তো তোমার একতারা-দোতারার আহ্বান।

যতবার আলো জ্বালি, যতবার নিভে যায়,
যতবার বজ্রপাত ও ঘূর্ণিঝড় ঘাড় বেঁকিয়ে দেয়;
ততবার দোপাটি-মাধবীলতায় তোমার হাসিমুখ দেখে,
বিগত শঙ্কায় আমরাও বলে উঠি—বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব।

প্রতিদিন কটু ও তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কেঁপে ওঠে সকাল।
তবু, প্রতিদিন কাঁটা ও আগাছা পেরিয়ে ফুটে ওঠে—
কুঁড়ি ও পুষ্পের বিন্যাস-বৈভব।
বাংলার চেনা আলপথে, শ্রাবণের নিবিড় বীজতলায়,
ভেসে আসে মায়ের আহ্বান—
আমি সত্যিকারের মা।

একটি শব্দ শুধু

চণ্ডীচরণ সিংহরায়

করুণাদৃষ্টিতে তাঁর—
তাবৎ ঐশ্বর্যরাশি ফিকে হয়ে যায়;
জগতজননী তিনি,
পদতলে ষড়ৈশ্বর্য তৃণবৎ,
দূরত্বে অবিরত—
বিনয়ে গড়ায়!!

সৃষ্টিকল্পমূলে তিনি,
বিনাশের ক্ষেত্র যিনি
সেই মহামায়া—
মুক্তি যার ইশারায় সদা নৃত্যরত;
আশ্রয়ের স্থল—সহাস্য বিমল
সাড়া মেলে একটিই ডাকে,
সে-শব্দটি শুধু 'মা'
অকাতরে আচণ্ডালে
মাতৃসুধা বিতরণে রত!!

বিজয়ার ভোর

শ্রীনিবাস অধিকারী

অতিমারির করাল থাবায় আশার বাতি ডুম
ভয়ে ভয়ে কুঁকড়ে ছিলাম আসত না তো ঘুম
কাঁপছিল ঘর-সংসার, সিঁধছিল বিষ গলায়
আছি না নেই, মরেছিলাম দ্বন্দ্ব-দ্বিধার দোলায়।

সেসব শেষে এলি এবার উপচে দিলি দয়া
তাই তো মা তোর নাম রেখেছি উমা সর্বজয়া
নগরজীবন নির্দয় মা, মন বুঝি কংক্রিট
বালি-খোয়া, পাথর-লোহায় গাঁথা সিমেন্ট ইট

মনের দুঃখে ফিরে আসি গ্রামে সরলমনা
ধানের শিসে হাসি মা তোর সজল শিশিরকণা
পুকুর ডোবায় পথে-ঘাটে হাজার রকম ফুল
কোনটা মা তোর খোঁপায় দেব, কোনটা কানের দুল?

ভাবতে ভাবতে পৌঁছে দেখি মাটির দালানঘরে
কার অপরূপ চিৎপ্রতিমা বৃষ্টিফোঁটায় ঝরে...
ঠিক ধরেছি জোনাক হয়ে জ্বলছে নয়ন তোর
সূক্ষ্ম আলোয় লিখে গেলি আজ বিজয়ার ভোর...

দেবীভাগবত

সূর্য কুণ্ডু

ব্রহ্মলোকের সীমা ছেড়ে চিন্তামণিগৃহের কেন্দ্রে রাজেশ্বরী :
পুন্নাগপরাগদ্যুতিতে উদ্ভাসিত দেবতা, সূর্যেরও নমস্য।
হলুদ জোয়ারে ভাসে ওঠে অনাহত ধ্বনিবীজ, শোণসিতবল্লরী
জগতের যত শশীতারা গলায় লগ্ন আছে, দর্শক হে পশ্য!
জ্যোতির্ময় আলোর মাঝে শতশত প্রাণঘট বাঁধা অনন্তডোরে
নির্মল প্রেমসুন্দর পদতলে গেলে আছে সহজ শ্রদ্ধাভরে।

জন্মান্তরে ফিরে আসা মাটিঘরের মাঝে, বনফুল নির্জনে
ভেসে আসে শ্রুত কথামালা : 'মা বিমুখ হলে আর গতি-অন্তর নেই।'
বেলা দুপুরের ভরা রোদের গন্ধ মেখে, এপাশে-ওপাশে বনে
অতসীধুঁধুল হাতে নিয়ে ঘোরে ফেরে দিনরাত হারিয়ে জীবনখেই।
আলপনা-আঁকা উঠোনের মাঝে গোধূলি রঙিন আলো।
অভিমান আর মৃদুভয়ে নওল বাছুর দুটি পায়ে ফুল এঁকে দিল,
'বিড়ম্বনা দিয়ে কি মা গো করবে শেকড় ছাড়া?' চোখেতে নদী ঘনাল
অভিমানকথা শেষে ছোঁয়া নির্জনতার পরে স্নেহঘন বর্ণিল।

ডাঁটারঙঘেরা ঘনবীথি মাটির আঁচলে নীল জ্যোৎস্না লেখালিখি
সেই স্নেহভরা মধুকথা, দ্বিধার দরিয়া ভাঙা ধ্বনি, 'আমি মা, ভয় কী!'

শরণ্যা

সোমনাথ ভট্টাচার্য

এবেলায় ওবেলায়
জনে জনে যাওয়া-আসা দক্ষিণেশ্বরে
গঙ্গাতটে মন্দিরে ঠাকুরের ঘরে।
জানে যারা, জানে—নহবতের কোঠা
রয়েছে উঠোন ঘেঁষে। ছোট একফোঁটা
সেই নহবতঘরে
কোন হাতে পাতানো সংসার, জানা নেই
কারও। যদিও আসতে-যেতে সবার পায়ের ছাপ
ওই উঠোনেই।

একগলা ঘোমটার আড়ালে গুটিসুটি।
যে-দণ্ডে গঙ্গাস্নান, তখনও ভোরের আলো
না-ফুটি না-ফুটি।
আঁটোসাঁটো ঘরটাতে তৈজসের হাতা-খুন্তিতে
রাঁধা হয়, বাড়া হয় আগতের মুখে তুলে দিতে।

চৌকাঠ যেখানে খাড়া, সেইখানে ঘর আর
বাইরের সীমা—
দুয়ের বিভেদ দূর করে দেয় অনায়াসে
মাতৃমহিমা।

চাক্ষুষ না হল; তবে মন কি বোঝে না অনুভবে—
স্নেহের বাতাস বয় জাহ্নবীকূলে এমনই নীরবে!

অপেক্ষারতা মা

নিতাই নাগ

তিনি আমাদের কাউকে ছাড়েন না,
ধরে আছেন সদা-সর্বদা;
আমরাই ছেড়ে দিই তাঁকে,
সুখের মায়ায়
ঐশ্বর্যের চোখধাঁধানো ঝলকানিতে
যখন প্রলুব্ধ হই
তখন তাঁর হাত ছেড়ে দিই।

তারপর আঘাতের পর আঘাতে—
রুদ্ধদুয়ার খুলে গেলে,
চেতনার ভূমি কেঁপে উঠলে,
তোমার থেকে দূরে পালাতে গিয়ে
পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—
অরুণা-করুণা-তরঙ্গিত অক্ষিতে
ভুবনভোলানো হাসিমাখা মুখে
দাঁড়িয়ে আছ তুমি!
আমরা তোমাকে ভুলে গেলেও
তুমি ভোলোনি...

পূজার প্রার্থনা : ১৪৩০

প্রসাদ

কী করতে আর আসো, মাগো, প্রতি বছর এই সময়!
দেখতে কি আর পাও না তুমি, কী হচ্ছে আজ জগৎময়?
চারদিকে আজ নাচছে অসুর কী পৈশাচিক উল্লাসে!
মরণভয়ে কাঁপছে মানুষ, ঘরের কোণে রয় ত্রাসে।
দানবকুলের যথেচ্ছাচার, পশুবলের আস্ফালন,
নরহনন, নারীহরণ, তরবারির আন্দোলন।
দুঃশাসন আজ নিচ্ছে কেড়ে তোমার মেয়ের বস্ত্র!
কোথায় তুমি শক্তিময়ী? কোথায় তোমার অস্ত্র?

তাই নিরুপায়, ডাকছি তোমায়, কাতরভাবে মনপ্রাণে—
মাগো, এবার নিজেই এসে বাঁচাও তোমার সন্তানে।
রুদ্রাণী মা, দুর্জয়া মা, পাষাণগিরির কন্যা,
আনো আবার এই নরকে শক্তিধারার বন্যা।
চামুণ্ডারূপ ধারণ করে দাও দেখা, মা, আজ এসে,
চণ্ড-মুণ্ড অসুরকুলে ধ্বংস করো নিঃশেষে।

সাদা

শীতল চট্টোপাধ্যায়

দুর্গার কথা বলা
শিশিরের টুপ-টাপে,
দুর্গা কণ্ঠ হয়ে
বাতাসও ঠিক ডাকে।
দুর্গার চলা পায়ে
মাটির খুশি কাঁপে,
মানুষে ও দুর্গায়
বাকি পথ মন মাপে।
বকেদের সব ডানা
কাশেদের ধার করা,
কাশ ঝাঁক উড়ে এসে
চারিদিক তাই ভরা।
কাশের রোঁয়া ঝরে
ঠিক পালকের মতো,
কাশে হারায় বক সব
কাশবন দেখে যত।
সাদা মেঘ, কাশ-বকে
আকাশেও যায় উড়ে,
বকেরা ও মেঘ-কাশ
মনকে সাদায় জুড়ে।

শুভযাত্রা

স্টেলা মুখোপাধ্যায়

মা আসছেন বাপের বাড়ি
ছেলেমেয়ের সাথে,
মর্তে এখন ব্যস্ত সবাই
ঘুম কারও নেই রাতে।
কচি কাঁচা বুড়ো বুড়ি
সবাই মিলে হুড়োহুড়ি
কখন মা যে পড়বে এসে
আজকে শারদপ্রাতে।
কৈলাসে শিব দিচ্ছে তাড়া
সময় বয়ে যায়,
নন্দী ভৃঙ্গী বিদায় দিতে
দাঁড়িয়ে আছে ঠায়।
গণেশদাদা পরছে ধুতি
কুচকুচে তার পাড়,
কাতুবাবুর গলায় দোলে
গজমোতির হার।
দুই কন্যের রূপের ছটায়
ছড়িয়ে পড়ে আলো,
শিব ভাবছেন সকাল সকাল
পৌঁছে গেলেই ভাল।
ছেলেমেয়ের সঙ্গে মায়ের
এবার রথে চড়া,
ততক্ষণে যাত্রামঙ্গল
শেষ হয়েছে পড়া।
চিন্তা একটু হচ্ছে মায়ের
শিবকে ছেড়ে যেতে,
এ-পাঁচটা দিন থাকবে একা
মনটা খারাপ এতে।